১) তালারপাড় মিলন সংঘের প্রতিমা। (২) আরামবাগ ৩ -এর পল্লীর প্রতিমা। (৩) আরামবাগ ২-এর পল্লীর প্রতিমা। ছবিগুলি তুলেছেন— অভিজিৎ মুখার্জী

পুজোর উদ্বোধনে মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ হুগলির আখনা সুলতানগাছা ননিপুর গ্রামে বারোয়ারি দুর্গা পুজো কমিটির নতুন দুর্গামণ্ডপ ও পুজোর ফিতে ও ঘন্টাকের উন্মোচন করেন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত এবং দন্ডিস্বামী মহারাজ প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজোর উদ্বোধন করেন। এছাড়া এখানে উপস্থিত ছিলেন আখনা পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল ঘোষ ও বাঁশবেড়িয়া টাউনের কার্যকারি সভাপতি দেবরাজ পালসহ বিশিষ্ট জনেরা। প্রথমে অতিথিবরণের পরে তপনবাবু ফিতে কেটে ও দন্ডিস্বামী মহারাজ প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজোর উদ্বোধন করেন। চতুর্থীর সন্ধ্যায় শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। এদিন তিনি প্রথমে চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বরীতলা সার্বজনীনের উদ্বোধন করেন। ৭২তম বর্ষের এই পুজোমণ্ডপ সম্পূর্ণ ঢাকের অনুকরণে বানানো হয়েছে। ফিতে কেটে মন্ত্রী এই মণ্ডপ উদ্বোধন করে রুদ্রমূর্তি মায়ের দর্শন করেন। এরপর তিনি পৌঁছান চুঁচুড়া ৩ নম্বর গেট সার্বজনীনে। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় মন্ত্রীকে। তারপর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের পুজোর উদ্বোধন করেন তিনি। সবশেষে তিনি উপস্থিত হন সাহাগঞ্জ কেওটা নবীন সংঘে। সেখানেও তিনি উদ্বোধনের পর মণ্ডপ ঘুরে দেখে মায়ের দর্শন সারেন। চুঁচুড়া বাবুগঞ্জ সার্বজনীনে এবারের থিম বাহুবলী ২। চতুর্থীর সন্ধ্যায় এই পুজোর উদ্বোধন করেন দুই চলচ্চিত্র শিল্পী অরুণাভ দত্ত এবং পায়েল দত্ত। এই দুই শিল্পীকে দেখতে এদিন মণ্ডপ প্রাঙ্গনে ভিড় উপচে পড়ে। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পুজোর ভূয়সী প্রশংসা করেন দুজনেই।

আরামবাগে দিনদুপুরে জেল থেকে পালাল আসামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ কিছুদিন আগেই হুগলির আরামবাগ মহকুমা আদালত থেকে এক আসামী পালিয়ে গিয়েছিল। যদিও পুলিশি তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ধরা পড়ে যায়। কিন্তু এবার আরামবাগ মহকুমা সংশোধনাগার থেকে এক আসামী পালিয়ে গেল। এর ২৪ ঘন্টা পরেও তাকে ধরা যায় নি। ওই আসামীর নাম বিশাল হরিজন। বয়স ২৩ বছর। বাড়ি চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালের কাছে। ১৬ জুন আরামবাগে তার বিরুদ্ধে এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ দায়ের হয়। তারপর থেকে দীর্ঘদিন সে পলাতক ছিল। কিছুদিন আগে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ৪ সেপ্টেম্বর থেকে সে আরামবাগ সংশোধনাগারেই ছিল। রবিবার বিকালে আরামবাগ সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ হঠাৎই দেখতে পায় একজন আসামী কম আছে। তখনই বিষয়টি ধরা পড়ে। নিজেরাই প্রথমে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে। সোমবার সকালে আরামবাগ থানাকেও জানানো হয়। কিন্তু এরপরেও সোমবার বিকাল পর্যন্ত ওই আসামীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এদিকে এদিনই আরামবাগ সংশোধনাগারে পৌঁছান রাজ্য কারাদপ্তরের ডিআইজি অরিন্দম সরকার। তিনি সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য আসামীদের সঙ্গে কথা বলেন। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, একজন আসামী নিখোঁজ হয়েছে। স্থানীয় থানাকে জানানো হয়েছে। তিনি এও জানান, এই ঘটনায় কারও গাফিলতি ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে হুগলি পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সুকেশ জৈন বলেন, ওকে ধরার জন্য তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

নানা থিমে সেজে উঠেছে তারকেশ্বরের পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বর বিধানসভা এলাকায় প্রায় ১০৮টি পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তার মধ্যে বাজারহাটের আর্থিক পরিস্থিতি ও ব্যবসাবাণিজ্য মন্দার কারণে অনেকটাই কমে গেছে। তবে বাজেট কমুক বা বাড়ুক শারদীয়ার আনন্দ উন্নাসে কমতি নেই। পৌর এলাকার মধ্যে ৩নং ওয়ার্ডে উপপৌরপ্রধান উত্তম কুণ্ডুর পুজো আমতলা সার্বজনীন। এবার থিম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। মাদুর দিয়ে তৈরি চোখ ধাঁধানো আলো দর্শনার্থীদের মন কাড়বেই। ১৪নং ওয়ার্ডে দুরন্ত সংঘের বুড়িমার মন্দিরের আদলে টেরাকোটের কাজে নৈপুণ্য। সঙ্গে রয়েছে আলোক প্রদর্শনী। ১৪নং ওয়ার্ডের বাঘাযতীন পাঠাগারের পুজোয় মণ্ডপ খুব ভালোভাবে সাজানো হয়েছে। জয়কৃষ্ণবাজার সার্বজনীন পুজোটি বিধায়ক রূপালি সিংহের পুজো হিসাবে পরিচিত। মণ্ডপটিকে পিরামিডের আদলে তৈরি করা হয়েছে। মন্দিরের ভিতর বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে পৌরাণিক জিনিসপত্র রাখা আছে। যা দর্শক টানতে কোনও বাধা হবে না। ১০নং ওয়ার্ডের পদ্মপুকুর সার্বজনীন পুজো বরাবরই বড়মাপের হয়ে থাকে। এছাড়া ৯নং ওয়ার্ডের চাউলপট্টি সার্বজনীন শহরের মাঝে অবস্থিত। এখানে পুজো খুব বড় মাপের হয়। এবারের থিম পুরানো পোড়ো বাড়ির আদলে তৈরি করা হয়েছে। ১৫নং ওয়ার্ডের সাহাপুর সংঘশ্রী এবারে তাদের মণ্ডপটিকে বড় করে তৈরি করেছে। প্রতিমার এক হাজার হাত থাকবে। আয়োজন করা হয়েছে বাজি প্রদর্শনীরও। ৭নং ওয়ার্ডের মৌচাক ক্লাব অকাল বোধনের জন্য বিখ্যাত। এখানে মণ্ডপটিকে তৈরি করা হয়েছে মন্দিরের আদলে। ৩নং ওয়ার্ডের মুক্তি সংঘের পুজো খুবই পুরানো। পৌরবাজারে

ভোলানাথ সেবা সমিতি ও তারকেশ্বর থানার উদ্যোগে বস্ত্রদানের অনুষ্ঠানে ওসি অমিত মিত্র, তারকেশ্বর উপপৌরপ্রধান উত্তম কুণ্ডু, ভোলানাথ সেবাসমিতির সদস্যবৃন্দ

হুমকি উপেক্ষা করে শ্রীরামপুরের পুজোতে মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ যে পুজোয় উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল সেই পুজোর সাধারণ দর্শনার্থী হিসাবে এলেন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। হুগলির শ্রীরামপুরের নেহেরুনগর সার্বজনীন দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করার কথা ছিল এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। এক সাংসদের এলাকায় এসে আর এক সাংসদের পুজো উদ্বোধন ভালো চোখে নেয়নি অনেকেই। তড়িঘড়ি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানই বাতিল করতে হয় পুজোর উদ্যোক্তাদের। রবিবার আসানসোল থেকে কলকাতায় ফেরার পথে শ্রীরামপুরে পৌঁছান মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। বিজেপি জেলা সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্যকে নিয়ে নেহেরুনগরে যান তিনি। প্রতিমা দর্শন করে ফুল দিয়ে প্রণামও সারেন। রাজনৈতিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল অবাঞ্ছিত লোককে আটকানো হবে। তার উত্তরে বাবুল সুপ্রিয় বলেন, ওসব কিছু জানি না। কল্যাণদার সাথে একই ফ্লাইটেই এসেছি। বললাম, হুমকি চলছে। কিন্তু কল্যাণ বলেন, তোমায় কে হুমকি দেবে। ওনার কিছু রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে তাই ফোন করেনি। রাজনৈতিক লড়াই রাজনৈতিকভাবেই করা উচিত। ভয় পাইনি। ৫০টা ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে আসিনি। একাই এসেছি। আমি বাড়িতে ভয় পেয়ে বসে থাকিনি।

এককথায় বলতে গেলে হুমকি সত্ত্বেও সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তাঁর এলাকায় পুজো ঘুরে গেলেন বাবুল।

ডানকুনির পুজোর উদ্বোধনে সম্প্রীতির ছবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ হুগলির ডানকুনি ১৪নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ তাঁতিপাড়া কল্যাণ সমিতির ২৫ বছরের দুর্গা প্রতিমার উদ্বোধনে দেখা গেল হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে একই সঙ্গে প্রতিমা উদ্বোধন করতে। উদ্বোধন করেন পৌরপ্রধান হাসিনা শবনম। সঙ্গে ছিলেন উপপৌরপ্রধান দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ও কাউন্সিলর শম্ভু সাউ। শম্ভুবাবু জানালেন, এবার পুজো ২৫ বছরে পা রেখেছে। এবার উদ্বোধন একটু অন্যভাবে হল। যা রাজ্যের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য। কারণ দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে উদ্বোধন করেছেন। এখানে সম্প্রীতির মেলবন্ধনের ছবি দেখা গেল।

নিরোগ ডায়গনস্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী
Ph : 03211-256950
Mob. 9732843677

- MRI
- 3D Multi Slice CT Scan
- Digital X-Ray
- Colour Doppler
- Ultrasonography
- Echocardiography 2DM Mode & colour
- Holter Monitor
- Endoscopy
- Colonoscopy
- EMG
- NCV
- EGG
- Pathology
- FNAC

হাজরা বাড়ির ৪০০ বছরের প্রাচীন পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ হুগলির খানাকুলে এবার পুজোর জৌলুষ অনেক কম। তবুও তার মধ্যেই বনেদি বাড়ির পুজোগুলো নির্দিষ্ট আচার মেনেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমনই একটি পুজো হল খানাকুল থানার গণেশবাজারের হাজরা বাড়ির দুর্গাপুজো। ভৌগোলিক অবস্থান নদী,নালা পরিবেষ্টিত। বন্যার খুনসুটি সবেমাত্র শেষ হয়েছে। রাজনৈতিক তাপ উত্তাপ চাপা পড়ে আছে। তারই মাঝে মা আসছেন। এই হাজরা বাড়ির পুজো প্রায় ৪০০ বছর ধরে চলে আসছে। তবে কে প্রথম এই পুজো প্রচলন করেছিলেন তা এখনকার প্রজন্মের কাছে তথ্য নেই। ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে এখন এই পুজো করছেন শান্তিনাথ

হাজরা, শিশির হাজরা, মদনমোহন হাজরা, শুভময় হাজরা প্রমুখরা। এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, কর্মক্ষেত্রে পরিবারের লোকজন অনেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বা দেশের বাইরে থাকলেও পুজোর সময় এসে হাজির হন। যাথারীতি নির্ঘন্ট মেনে পুজো হয়। মহালয়ার পরদিন থেকে পুজো শুরু হয়ে যায়। এই পুজোয় প্যান্ডেল হয় না। একচালে সদর মন্দিরে পুজো হয়। হাজরা পরিবার পারিবারিক চাঁদা তুলে এই পুজো করেন। মাটি ও কাপড়ের সাজে দেবীকে সাজানো হয়। এখানে আগে ছাগ বলি হত। প্রায় ৫০ বছর আগে রামপদ হাজরা এই ছাগবলি বন্ধ করে দেন। জীব হত্যা পাপ এই বোধ থেকেই তিনি বলিপ্রথা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন। পরিবর্তে ছাঁচিকুমড়ো বলি দেওয়া হয়।

সামনে একটি পুকুর আছে। সেখান থেকে ঘট তোলা হয়। ওই পুকুরেই প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। পুরহিতরা ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পুজো মণ্ডপেই থাকেন। প্রতিদিন ঘরোয়া পরিবেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আরামবাগে গৃহবধূর মৃত্যু, গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ এক গৃহবধূকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে আরামবাগ থানার পুলিশ গ্রেফতার করল ওই গৃহবধূর স্বামীকে। ধৃতের নাম সুদীপ পাত্র। বাড়ি হুগলির আরামবাগের রাংতাখালিতে। সুদীপ বাইরে সোনারূপার কাজ করে। জানা গেছে, বছর তিনেক আগে তার সঙ্গে ভালোবেসে বিয়ে হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগনার বারুইপুরের লক্ষণ কয়ালের মেয়ে মধুমিতা (২০)-র সঙ্গে। তাদের একটি দুবছরের ছেলেও আছে। লক্ষণবাবুর অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই সুদীপ ও তার পরিবারের লোকেরা পণের জন্য চাপ দিত। প্রথমে মানসিক অত্যাচার চালাত পরে শারীরিকভাবেও নির্যাতন শুরু হয়। একসময় তা চরমে ওঠে। এর পরেই শনিবার দুপুরে শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় রবিবার সন্ধ্যায় লক্ষণবাবু আরামবাগ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এদিন সন্ধ্যাতেই গ্রেফতার করে সুদীপকে।

হতাশ জীবনে আশার আলো.....
জার্মান হোমিও কেয়ার
Mob.-9674533162 / 7890779979
SEX, প্রবলেম - যৌন সমস্যা
●সহবাসে অক্ষমতা ●ইন্দ্রিয় শিথিলতা ●শীঘ্র পতন ●ইন্দ্রিয় ছোট, ইন্দ্রিয় সরু ●উত্তেজনার অভাব ○স্বপ্নদোষ ●ধাতু তারল্য ●ধাতু ক্ষয় ●সিফলিস ●গনোরিয়া ●ফাইমোসিস
সহ যাবতীয় নারী-পুরুষ যৌন ও গুপ্ত রোগের সুচিকিৎসা নিন।
১০০% সুচিকিৎসা নিন
মদ, গাঁজা, ড্রাগস, সিগারেট ও হেরোইন, গুটখাসহ যাবতীয় নেশা ছাড়ানো হয়।
☆মহিলাদের বক্ষ সৌন্দর্য্য ☆যাবতীয় চুলের সমস্যার সমাধান করা হয় ☆অর্শ, ফিসচুলা, হাঁপানী, ডায়বেটিস ☆ব্রণ, চমরোগ, পেটের রোগ ☆রোগা থেকে মোটা-মোটা থেকে রোগা
আগে থেকে ফোনে নাম নথিভুক্ত করে আসুন।
শেওড়াফুলি (পোস্ট অফিসের পিছনে) মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি দুপুর ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা, রবিবার সকাল ৯টা থেকে সকাল ১১টা
তারকেশ্বর কালীবাড়ীর মাঠের পূর্বদিকে শুক্রবার, রবিবার দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা
আরামবাগ পৌরহাটি মোড় শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা